দৈনিক সংবাদ

পৃষ্ঠা ... কলাম ৭ ...

33

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

আগামীকাল ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

আগামীকাল বুধবার ডাকসু ও ১৩টি হল সংসদের নির্বাচন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল ছাত্র সংগঠন ও জোট তাদের প্রচারাভিযান গতকাল শেষ করেছে। কর্তৃপক্ষও নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি শেষ করেছেন।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্যে প্রধান শক্তি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলেছে তাদের 'সুলতান মুশতাক-নাসির' প্যানেলের বিজয় নিশ্চিত। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও তাদের 'দুদু-রিপন' পরিষদের বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। উভয় পরিষদই গতকাল শেষবারের মত নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে এ কথা বলেছে।

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

আগামীকাল ইউকসু নির্বাচন

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

আগামীকাল বুধবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইউকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন।

নয়টি হল সংসদের মধ্যে ছাত্রীদের একমাত্র হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল ২টির একটি শেষ মুহূর্তে প্রার্থিতা প্রত্যাহার

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ইউকসু নির্বাচন

(১ম পাতার পর)

করার ফলে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (সু-র) সমর্থিত 'এনি-তনুশ্রী' পরিষদকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া আহসানউল্লাহ (উত্তর) হল ছাত্র সংসদে সংগঠন দু'টি সমঝোতায় আসায় তাদের অসিত-শ্যামল পরিষদের বিপরীতে অপর কোন প্যানেল না থাকায় এখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না।

মাত্র তিনটি পরিষদ ইউকসু-র ৭টি পদের সব কটিতে প্রার্থী দিয়েছে। পরিষদগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সু-র) মনোনীত 'খোকন-সবুর' পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মু-না), জাতীয় ছাত্র লীগ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মনোনীত 'সেলিম-রানা' পরিষদ এবং ছাত্রশিবির মনোনীত 'হাবিল-কামরুল' পরিষদ। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বার্ষিকী সম্পাদক ছাড়া বাকী ছয়টি পদে 'সাগর-ডিক্সেন' পরিষদকে মনোনয়ন দিয়েছে।

ইউকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরো ক্যাম্পাস ও হল এলাকা নানা রং-এর পোষ্টার, ফেস্টুন, ব্যানারে ছেয়ে গেছে।

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পাতার পর)

ডাকসুতে ছাত্র সংগ্রাম মনোনীত 'সুলতান-মুশতাক-নাসির' প্যানেলের কেন্দ্রীয় পরিচিতি সভা গতকাল সকালে বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বক্তৃতাকালে পরিষদ নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর উদ্দেশে বলেন, এই সভাই প্রমাণ করে পরিষদের প্রার্থীদের বিজয় অনিবার্য। তারা বলেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করছে সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা এবং মৌলবাদ ও স্বৈরাচার উৎখাতের আন্দোলনে ডাকসু যাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে। সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তিকে ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাস থেকে দূর করে এবং তাদের প্রেতাত্মাদের দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় পরিষদ ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করেছে বলে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন।

পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ছাত্রনেতা মো: তাহের উল্লাহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মুশতাক হোসেন, ছাত্রনেতা আবদুর রহমান, নাজমুল হক প্রধান, আবেদ রাজা প্রমুখ। সভায় ছাত্রনেতা জহির উদ্দিন স্বপন পরিষদের ডাকসু'র প্যানেল এবং মোস্তফা ফারুক হল সংসদগুলোর প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। সভা পরিচালনাকালে ছাত্রনেতা কামাল হোসেন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বার্তা সংস্থা ইউএনবি'র জরিপের কথা উল্লেখ করেন। ৫শ' ছাত্রছাত্রীর ওপর পরিচালিত এ জরিপের ফলাফলে বলা হয় শতকরা ৭০ ভাগ ছাত্রছাত্রী মনে করেন নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জিতবে।

এই পরিচিতি সভায় সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত প্যানেলে ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহামেডানের ফুটবলার মানিকের সমর্থনে মোহামেডানের অধিনায়ক ইলিয়াস এবং আবাহনীর কৃতী খেলোয়াড় ওয়াসিম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আসলাম, জনি, বড় কামাল, ছোট কামাল ও রুপু মানিকের সমর্থনে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন বলে সভায় ঘোষণা করা হয়। গতকাল রাতে কয়েকটি হলেও পরিষদের প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের মনোনীত 'দুদু-রিপন' পরিষদের বিজয়ের সম্ভাবনা একশ' ভাগ বলে জানিয়েছে। ডাকসু ভবনে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমানুল্লাহ আমান লিখিত বক্তব্য রাখেন এবং সংগঠনের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী যথাক্রমে শামসুজ্জামান দুদু ও আসাদুজ্জামান রিপন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। মূল বক্তব্যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে সন্ত্রাসের বিরোধিতা এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবার কথা উল্লেখ করা হয়। তাতে আরো বলা হয়, ডাকসু'র নির্বাচিত নেতৃত্বের মাধ্যমে ছাত্রদল পুনরায় ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করে সরকারকে উচ্ছেদ করতে চায়। ছাত্রদলের একটি শোভাযাত্রা সকালে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন তাদের 'ফয়জুল-ফারুক' পরিষদের সমর্থনে গতকাল বিকেলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে, বিশিষ্ট অবস্থান গ্রহণের কারণে তারা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছে। সংগঠনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও গতকাল ''মুখলেস-আজম', বকর-মঈন' 'আজম-রেজা' প্রমুখ পরিষদ তাদের সমর্থনে ক্যাম্পাসে শেষবারের মত নির্বাচনী মিছিল বের করে। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন হলে এবং ভোটারদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভোট প্রার্থীদের তৎপরতা চলে।

প্রস্তুতি সম্পন্ন

কর্তৃপক্ষ তাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি শেষ করে এনেছেন। সংশ্লিষ্টসূত্রে জানা গেছে শেষ পর্যন্ত ভোটারসংখ্যা প্রায় ২৬ হাজারে উন্নীত হয়েছে। ডাকসুর জন্য ২২ হাজার এবং হল সংসদগুলোর জন্য মোট ভোটারের সমান সংখ্যক ব্যালট পেপার ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গেছে। ব্যালট বাক্স তৈরী করা হয়েছে